গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
সরবরাহ-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www: mofood.gov.bd

স্মারক নম্বর: ১৩.০০.০০০০.০০০.০৪৬.৫৫.০০০১.২৩.১০২

তারিখ: ১১ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
২৫ মার্চ ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: **বাংলাদেশ সচিবালয় কর্মকর্তা-কর্মচারী সংযুক্ত পরিষদ কর্তৃক সচিবালয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুদকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ন্যায় রেশন সুবিধা প্রদান।**

সূত্র: বাংলাদেশ সচিবালয় কর্মকর্তা-কর্মচারী সংযুক্ত পরিষদ কর্তৃক ১২.০৩.২০২৫ তারিখের আবেদন;

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সচিবালয় কর্মকর্তা-কর্মচারী সংযুক্ত পরিষদ কর্তৃক সচিবালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুদকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ন্যায় রেশন সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত প্রস্তাবটি অনুকূল বিবেচনার জন্য সুপারিশসহ নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

০২। এতে মাননীয় উপদেষ্টা, খাদ্য মন্ত্রণালয় এঁর সদয় অনুমোদন রয়েছে।

২৫-০৩-২০২৫
মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন
সিনিয়র সহকারী সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
+৮৮০২৯৫১৪৬১৬ (ফোন)
+৮৮০২৯৫১৪৬৭৮ (ফ্যাক্স)
dssupply1@mofood.gov.bd

সচিব
সচিবের দপ্তর, অর্থ বিভাগ।

১১-২০ গ্রেড সরকারি চাকুরিজীবী ফোরাম

কেন্দ্রিয় নির্বাহী পরিষদ

অস্থায়ী কার্যালয়ঃ ৩১ নং মসজিদুল ফেরদৌস কমপ্লেক্স, ব্লক-বি, মিরপুর-২, ঢাকা।

mhtipu143@gmail.com মোবাইল-০১৭১৫৫৮৩৮৮৩, ০১৭১২-১৪৯১৪৩, ০১৭১৯৯১৩৬৯৪

সুত্রঃ কেনিপ-০১/২০২৫ তারিখঃ ২৯/০৩/২০২৫ খ্রি.

১১-২০ গ্রেড সরকারি চাকুরিজীবী ফোরাম ও

বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী দাবি আদায় ঐক্য পরিষদ এর যৌথ বিবৃতি

সচিবালয় কর্মকর্তা কর্মচারি সংযুক্ত পরিষদের গত ১২ /৩/২০২৫ তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ২৫/৩/২০২৫ তারিখে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সরবরাহ -১ অধিশাখা থেকে সচিবালয়ের কর্মকর্তা কর্মচারিদের রেশন সুবিধা প্রদানের বিষয়ে যে সুপারিশ নির্দেশনা সহ অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে তাতে সচিবালয়ের বাইরের কর্মকর্তা কর্মচারীরা চরমভাবে ক্ষুব্ধ ও হতাশ। পবিত্র ঈদুল ফিতরের দীর্ঘ ছুটির প্রাক্কালে এ ধরনের চিঠি ইস্যু করাও দুরভিসন্ধিমূলক। সবার অগোচরে এ কাজ বাস্তবায়ন করার সুপ্ত বাসনা থেকে এই চিঠি ইস্যু করা হয়েছে বলে আমরা মনে করি। অথচ আমরা দীর্ঘদিন ধরে কর্মচারিদের রেশন প্রবর্তন বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আবেদন নিবেদন করে আসছি।বর্তমান পেস্কেল ইতোমধ্যে ১০ বছর অতিক্রম করেছে, সকল কর্মচারিদের বর্তমান সময়ে জীবনধারন কষ্টসাধ্য হয়ে দাড়িয়েছে, এই বাস্তবতায় সকল কর্মচারীরা যেখানে পে স্কেল ও মহার্ঘ ভাতার জন্য মাঠে আন্দোলনরত তখন একটি বিশেষ গোষ্ঠীকে এ ধরনের সুবিধা প্রদান বিদ্যমান বৈষম্যকে আরো বৃদ্ধি করবে। সেই সাথে আমাদের পেস্কেল ও মহার্ঘভাতার দাবিকে বাধাগ্রস্ত করবে।শুধু সচিবালয়ের কর্মচারিদের জন্য মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি হয়নি, প্রজাতন্ত্রের সকল স্তরের কর্মকর্তা কর্মচারিদের বর্তমান বাজার ব্যবস্থায় মাসের বেতন দিয়ে ১৫ দিনের বেশি চলা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে, উল্লেখ্য ১৯৯৫ সালেও আন্দোলন চলাকালীন সচিবালয়ের কর্মচারিদের বিশেষ সুবিধা হিসেবে প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদ দেয়া হয়েছিল, যে বৈষম্য আজও নিরসন হয়নি। আবার নতুন করে শুধু তাদের রেশন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করলে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারিদের মধ্যে বৈষম্য আরো বাড়বে। সংবিধান অনুযায়ী সকল নাগরিক সরকারের কাছে সমান অধিকার ও সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হলেও এখানে ভিন্ন আচরণ সংবিধান লঙ্ঘনের নামান্তর।

১১-২০ গ্রেড সরকারি চাকুরি ফোরাম ও বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী দাবি আদায় ঐক্য পরিষদ এর পক্ষ থেকে শুধু একটি বিশেষ গোষ্ঠীকে রেশন সুবিধা না দিয়ে প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মচারিদের রেশন সুবিধা দেওয়ার জন্য বৈষম্য বিরোধী সরকারের নিকট আবেদন জানাই। না হলে এর প্রেক্ষিতে উদ্ভুত যে কোন পরিস্থিতির জন্য এই সরকার দায়ী থাকবে।

ধন্যবাদান্তে

মোঃ মাহমুদুল হাসান
সাধারণ সম্পাদক
১১-২০ গ্রেড সরকারি চাকুরিজীবী ফোরাম ও
সদস্য সচিব
বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী দাবি আদায় ঐক্য পরিষদ
মোবাইল নম্বরঃ ০১৭১২১৪৯১৪৩